দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 06 AUG 1997
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

34

বরিশালের কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি সমস্যায় জর্জরিত

বরিশাল ব্যুরো ঃ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের একমাত্র কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি এখন নানা সমস্যায় জর্জরিত। বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তায় ১৯৮০ সালে বরিশাল শহরের সিএন্ডবি রোডের পাশে প্রায় ৫ একর জমির ওপর এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং ৮৫ সালের জানুয়ারীতে এর নির্মাণ কাজ শেষ করে ক্লাস শুরু করা হয়। বর্তমানে ৭টি ট্রেডে ছাত্র-ছাত্রীদের এসএসসি ভকেশনাল দুই বছরমেয়াদী কোর্সে প্রশিক্ষণ শেষে সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে। অটোমেকানিকস, রেফ্রিজারেশন এ্যান্ড এয়ারকন্ডিশনিং, বিল্ডিং কনস্ট্রাকশন, জেনারেল মেকানিক, ইলেকট্রিসিটি এবং রেডিও-টিভি ট্রেডে প্রতিবছরই বিপুলসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বের হচ্ছে।

কিন্তু এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির ক্যাম্পাসে নানা সমস্যা দীর্ঘদিন ধরে অব্যাহত রয়েছে। এখানের রেস্টহাউজ ও ছাত্রাবাসে যেমন সরকারী বাসভবন ও অফিস স্থাপর করা হয়েছে, তেমনি এখানের কর্মচারীদের বাড়ীগুলো ভাড়া দিয়ে গোটা পরিবেশকেই বিপন্ন করে তোলা হয়েছে।

১৯৯৩ সালের ১ জানুয়ারী থেকে ৬টি বিভাগীয় পর্যায়ের অফিস স্থাপন করা হয়েছে এখানের ছাত্রাবাস ভবনে। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির রেস্টহাউজটি পুলিশের রেঞ্জ পর্যায়ের জনৈক কর্মকর্তার বাসভবনে রূপান্তর করা হয়েছে। একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এভাবেই সরকারী বিভিন্ন এজেন্সীর উপস্থিতি ও কর্মকান্ড পরিচালনা যেমনি এখানের পরিবেশকে অনেক সময়ই নাজুক করে তুলছে, তেমনি এখানের কর্মচারীদের জন্য বরাদ্দকৃত বাসভবনগুলো একশ্রেণীর দুর্নীতিবাজ কর্মচারীরা সাব-লীজ দিয়ে এখানে নিত্য-নতুন সংকটের সৃষ্টি করছে। ইতোপূর্বেও এখানের বাড়ীগুলো ভাড়া দেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তখন এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় রিপোর্ট প্রকাশের পরে মন্ত্রণালয় থেকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং বেশীরভাগ বাড়ী থেকেই সাব-লীজ গ্রহীতাদের উৎপাতও করা হয়। কিন্তু বর্তমান একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অত্যন্ত সুন্দর এ সরকারী বাড়ীগুলোতে রিক্সাচালক থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন সাব-লীজ নিয়ে অবস্থান করছে। এখানে সবচেয়ে মারাত্মক অবস্থা বিরাজ করছে বিদুৎ বিল নিয়ে।

সরকার এসব বাড়ীর বরাদ্দপ্রাপ্তদের কাছ থেকে পিডিবি'র নির্ধারিত মিনিমাম চার্জ (১২৫ টাকা) করে আদায় করছে। কিন্তু প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির এসব ভবনে বরাদ্দপ্রাপ্ত কর্মচারীরা, যারা এখানে বসবাস করেন, তারা নিজেরাও যেমন এখানে বৈদ্যুতিক হিটার ব্যবহার করেন, তেমনি তারা আবার তাদের ঐ ভবনের ২/১টি কক্ষ, যাদের কাছে সাব-লীজ দিচ্ছেন তারাও হিটার ব্যবহার করছে। ফলে বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করে এবং তার বিনিময়ে ভাড়া দিয়ে অর্থ আয় করেও বরাদ্দপ্রাপ্তরা শুধুমাত্র মিনিমাম চার্জ প্রদান করছেন। কিন্তু সরকারী কোষাগার থেকে পিডিবিকে তাদের ব্যবহৃত বিদ্যুতের পুরো বিল পরিশোধ করতে হচ্ছে। কারণ, পিডিবি এখানের বিলিং করছে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির কেন্দ্রীয় মিটার থেকে। প্রতিমাসে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি থেকে পিডিবিকে প্রায় ৬০ হাজার টাকা বিদ্যুৎবিল প্রদান করতে হচ্ছে। অথচ এর প্রশিক্ষণ ভবন ও প্রশাসনিক ভবন এবং আভ্যন্তরীণ রাস্তা ও পানির পাম্পের জন্য ১০ হাজার টাকা ও বিদ্যুৎ বিল ওঠার কথা। বাকি ৫০ হাজার টাকার বিদ্যুৎ ব্যবহার করছে এখানের কর্মচারীরা তাদের বাড়ীগুলোতে। অথচ এ জন্য ঐসব বরাদ্দপ্রাপ্তরা বিল পরিশোধ করছে মাত্র সাড়ে ৫ হাজার টাকা। ফলে প্রতিমাসে প্রায় ৪৪ হাজার টাকা সরকারকে এখানের কর্মচারীদের বাড়ীগুলোর বিদ্যুৎ খাতে গচ্চা দিতে হচ্ছে। অথচ বরাদ্দপ্রাপ্ত কর্মচারীরা ঐসব বাড়ী ভাড়া দিয়ে প্রতিমাসে বিপুল পরিমাণ অর্থ আয় করছে। এ অনিয়ম দূর করা জরুরী হলেও তা দেখার কেউ নেই।